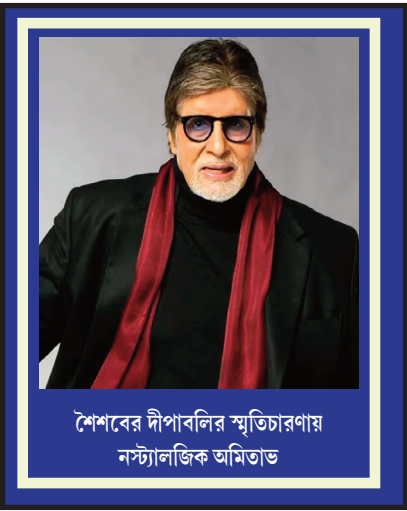
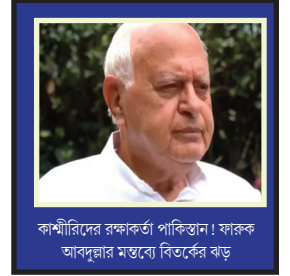




বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



৬ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১৫ সংখ্যা ১৮ পাতা

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ
বাধানোর ছক পাকিস্তানের!
বালোচভূমে ঘণ্য ষড়যন্ত্র
আসিম মুনিরের



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত
অধ্যায়ের সাক্ষী, পুড়ে ছাই
হিটলারের কুখ্যাত আস্তানা
‘ঈগলস নেস্ট’!



যুদ্ধের ময়দানেও
এপস্টেইন! ড্রোন-ফ্লোপগান্ধ
নয়, ‘কেচ্ছা’ অস্ত্রে সৌদিকে
ঘায়েলের ছক হাউথির



বঙ্গার জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব, লতাবাড়িতে আতঙ্ক

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার : ঘুম ভেঙে বাড়ির দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ থামবাসীদের। উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক বিশালাকার বুনো হাতি! শনিবার ভোরে হাড়াহিম করা এমন দৃশ্য দেখা গেল আলিপুরদুয়ারের লতাবাড়ি গ্রামে। সকালবেলা আচমকা হাতি ঢুকে পড়ায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গার জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধানে একটি দলছুট পূর্ণবয়স্ক হাতি লোকালয়ে চলে



আসে। বনের সীমান্ত পেরিয়ে সেটি সোজা ঢুকে পড়ে সন্তোষ চিক বরাইক নামে এক বাসিন্দার ঘরের উঠোনে। গজরাজকে দেখে তে পেয়েই ভয়ে চিৎকার-টোঁচামেচি

শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। ভাগ্যক্রমে হাতিটি কোনও ক্ষতি না করেই উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তবে এরপরও থামের রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ দাপিয়ে বেড়ায় বিশাল জন্তুটি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর এটি নিজের থেকেই আবার বঙ্গার জঙ্গলে ফিরে যায়। কোনও প্রাণহানি না হলেও, সাতসকালে এভাবে লোকালয়ে হাতির হানায় চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন লতাবাড়ির বাসিন্দারা। বন দপ্তরের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তারা।

মহানন্দাকে বাঁচাতে তৎপর প্রশাসন প্রতিমা বিসর্জনের পর সাফাই অভিযানে নামল পুরাতন মালদা পৌরসভা

নয়া জামানা, পুরাতন মালদা : দুর্গাপূজা ও বিসর্জন পর্ব মেটার পরপরই নদীর জল ও পাড়ে জমে থাকা প্রতিমার কাঠামো এবং পূজো সামগ্রী নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। বিসর্জনের বর্জ্য দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির পাশাপাশি নদীদূষণের আশঙ্কাও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। এবার সেই দূষণ রোধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন বিসর্জন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নদীর জল ও তীরবর্তী এলাকা দ্রুত পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতেই মহানন্দা নদী ও তার আশপাশের এলাকা সাফাইয়ের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুরাতন মালদা পৌরসভা। শনিবার



পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সেই দৃশ্য নজর কাড়ে সংবাদমাধ্যমের। পুরাতন মালদা পৌরসভার আধিকারিক তাপস সরকার জানান, পৌর এলাকার প্রায় সব দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন সুসম্পন্ন হয়েছে। তবে বিসর্জনের সময় প্রতিমার সঙ্গে প্রচুর পূজো সামগ্রী মহানন্দায় নিক্ষেপ হওয়ায় জলদূষণের ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল।

সেই কারণেই এই দ্রুত সাফাই অভিযান। নদী থেকে সংগৃহীত সমস্ত বর্জ্য পৌরসভার বিশেষ গাড়িতে তুলে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানান, মহানন্দা নদী এই শহরের প্রাণরেখা বা লাইফলাইন, তাই নদীকে দূষণমুক্ত রেখে বাঁচিয়ে রাখতে পৌরসভা সর্ববরম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশনারের গ্রেপ্তারের দাবিতে কিয়ান মোর্চার মিছিল

নয়া জামানা, পতিরাং : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের মোহনা হাটে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে বিরাট মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার দক্ষিণ দিনাজপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব শাজাহান

সরদার, বিমল পাল এবং সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেনসহ অন্য নেতারা। প্রতিবাদ মিছিলে নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে তীব্র স্লোগান দেওয়া হয়। বাম নেতৃত্ববৃন্দের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছেন। কারচুপি ও ভোট চুরির মাধ্যমে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার চক্রান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের জোরদার দাবি তোলা হয়। প্রতিবাদ সভা থেকে দাবি করা হয় যে, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

কথা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী!

অন্নপূর্ণা প্রকল্পে যুক্ত হল আরও ৮ লক্ষ নাম

অন্নপূর্ণা যোজনায় যুক্ত হলেন আরও ৮ লক্ষ উপভোক্তা। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের সুবিধা পেতেন ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মহিলা। আর পূজোর মাসে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা পেলেন রাজ্যের ১ কোটি ৬৪ লক্ষ মহিলা। অক্টোবর মাসে নতুন করে আরও ৮ লক্ষ মহিলার নাম যুক্ত হয়েছে। নবম সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেতে এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে রয়েছে। সেই আবেদনগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানা গিয়েছে। আবেদন যাচাইয়ের পাশাপাশি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাতে কোনও যোগ্য মহিলা বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন। এদিকে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সম্প্রতি বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই সেই পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। জমা পড়া অভিযোগগুলিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। বলে রাখা



আবেদনগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানা গিয়েছে। আবেদন যাচাইয়ের পাশাপাশি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাতে কোনও যোগ্য মহিলা বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন। এদিকে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সম্প্রতি বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই সেই পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। জমা পড়া অভিযোগগুলিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। বলে রাখা

প্রয়োজন, রাজ্যে পালাবদলের পর অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প শুরু করেছে রাজ্য সরকার। যোগ্য মহিলাদের মাসিক ৩ হাজার টাকা মাসিক অনুদান দেওয়া শুরু করেছে। সরাসরি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ডিবিটির মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে। অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন জমা পড়েছিল। মাঝে মাঝে বিশেষ ক্যাম্পও রাজ্য সরকার করে। সেখানেও নতুন করে বহু মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

২০৯ ওয়ার্ডেই পদ্ম প্রতীকে লড়াই!

পুরভোটে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট জল্পনা ওড়ালেন সুকান্ত

নভেম্বরে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম-সহ ৭ পুরসভায় ভোট! সেই নির্বাচনে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট জল্পনা ওড়ালেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। জানালেন, তৎকালীন পুরসভার ২০৯টি আসনে পদ্ম প্রতীকে একাই লড়বে বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির বর্তমান সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমার জানা নেই। ফলে দলও জানে না। আমরা একাই লড়ব দুর্গাপূজা শেষ। বাংলায় এবার ভোটপূজা! সব কিছু ঠিক থাকলে নভেম্বরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম-সহ রাজ্যের ৭টি

পুরসভায় নির্বাচন। রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা বিজেপি, এনসিপিআইয় অর্থাৎ তৃণমূলের হারের পর ২০ জন সাংসদ যে দলে যোগ দিয়েছেন সেই দলের সঙ্গে জোট করে পুর নির্বাচনে নামবে। ২০ সাংসদের ঘনিষ্ঠরা টিকিট পাওয়ার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে কানায়ুষো। এই আবহে রাজ্যে আসেন রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। বৈঠকে বসে বিজেপি নেতৃত্ব। আজ, শনিবার বালুরঘাটের সাংসদ স্পষ্ট করলেন কোনও জোট নয়! কলকাতায় সব কয়টি আসনেই বিজেপি প্রার্থী দেবে। অন্যদিকে শমীক ভট্টাচার্যও একই সুরে জানিয়েছেন,

বিজেপি একার শক্তিতে ছাব্বিশের নির্বাচন জিতেছে। কারও দয়ায় ক্ষমতায় আসেনি। বিজেপি হাওড়া ও কলকাতা পুরসভায় বোর্ড গঠন করবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলর বিজেপির টিকিটে দাঁড়াতে চাইছেন? উত্তরে শমীক বলেন, এই রমক কোনও তথ্য আমার কাছে নেই। আমার কাছে নেই মানে দলের কাছেও নেই। চলতি মাসেই বিজেপি পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বলেই সূত্র মারফত খবর উল্লেখ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনের পর তৃণমূল ভেঙে খান খান। অধিকাংশ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে।





২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

জলদাপাড়ায় চালু অনলাইন সাফারি বুকিং

পর্যটকদের জন্য সুখবর



পুজোর মুখে সুখবর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সাফারির টিকিট এক মাস আগেই অনলাইনে বুক করার ব্যবস্থা চালু করল বনদপ্তর। প্রতিদিন জিপসি সাফারির ৯১২টি সিট ও হাতি সাফারির ৪৮টি সিট অনলাইনে বুক করতে পারবেন পর্যটকরা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, এর ফলে পর্যটকরা আগে

থেকে নানা প্ল্যান করে এদিকে বেড়াতে আসতে পারবেন। এর ফলে তাদের ফেরার পরিকল্পনা করতেও সুবিধা হবে। এক মাস আগে থেকে এই টিকিট অনলাইনে বুক করতে পারবেন পর্যটকরা। অন্যদিকে বস্কাতে বনবস্তিবাসীর আন্দোলন চলছেন। বস্কা টাইগার রিজার্ভে ঢোকর রাজাভাতখাওয়া গেটে পাশেই শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ

চালাচ্ছেন ভেতরের ১৮ টি বনবস্তির মানুষেরা। এই আন্দোলনে शामिल হয়েছেন বস্কা টাইগার রিজার্ভের সাফারি গাড়ির চালকরাও। যার জেরে বস্কাতে কার সাফারি বন্ধ রয়েছে। তাদের অভিযোগ, বনদপ্তর তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার হরণ করছে। বনাধিকার আইন ২০০৬ লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বনবস্তিবাসী অয়ন নাইডু বলেন, পূর্ত

দপ্তরের রাস্তায় বনদপ্তর টাকা আদায় করছে। গ্রামবাসীদের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। পর্যটন নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন চালাচ্ছি। দাবিপুরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে বনকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। উল্লেখ্য, বিহার থেকে একটি তিন বছর বয়সের বাঘিনীকে এনে বস্কা টাইগার

রিজার্ভের জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। সেই কারণে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বস্কায় সব রকম পর্যটন বন্ধ রেখেছিল বনদপ্তর। ১০ অক্টোবর ফের বস্কা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পর থেকে বনবস্তিবাসীদের আন্দোলনের জেরে পর্যটক বন্ধ হয়ে রয়েছে বস্কা টাইগার রিজার্ভে।





২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

‘নিজের বুথে জিতে দেখান’

পুরভোটে মমতাকে প্রার্থী হতে চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

নজরে পুরভোট। পদ্মশিবিরের প্রার্থী হতে আবদনের প্রক্রিয়া চলছে। এই আবহেই এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোট-জল্পনা নস্যাৎ করে পুরভোটে বিজেপির কলকাতার ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদার বলছেন, ২০১৯ আসনে পদ্ম প্রতীকেই লড়বে বিজেপি। শুধু তাই নয়, সব আসনে বিজেপির প্রার্থী দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে সুকান্তর দাবি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আগে নিজের বুথে জিতে দেখান। তাঁর কথায়, আগে ঘর সামলান, তারপর বিজেপিকে দেখতে আসবেন। বিজেপির প্রার্থী বাছাই নিয়ে জোট জল্পনার মাঝেই শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তদ্রূপবক্সে যারা আবেদন করবেন, তাঁদের জন্য সোমবার অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত সময় আছে। এই সময়সীমার মধ্যে যারা আবেদন করবেন, তাঁদের মধ্যে থেকে প্রার্থী বাছাই করবে দল। শুধু তাই নয়, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন শর্ত মানতে হবে, তাও এদিন খোলসা করেন সুকান্ত। তাঁর কথায়,



প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন বিজেপি কার্যকর্তা ও কর্মীরা। প্রাধান্য দেওয়া হবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও। যারা বিধানসভা ভোটের আগে, দলের দুর্দিনে পাশে ছিলেন, প্রার্থী হতে তাঁদের গুরুত্ব দেবে দল। বিজেপির প্রার্থী হতে গেলে এলাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইমেজ



কেমন, তাও নজরে রাখবে বিজেপি। তবে কি প্রার্থী তালিকায় দেখা যাবে তৃণমূলের কোনও মুখকে? সুকান্ত বললেন, রাজনীতি মানে সম্ভাবনা। এখানে নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই। রাজনীতিতে ‘বেনোজল’ নিয়ে বিজেপি অন্দরেই যে চাপানউতোর উঠে আসছে, তা খারিজ

করে সুকান্তর দাবি, ত্রাণী বাছাইতে সকলের মতামত সংগ্রহ করা হবে। জেলাস্তর থেকে রাজ্যস্তরের নেতা, বিধায়ক, সাংসদদের মত নিয়ে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হবে। পুরভোটের প্রস্তুতি বৈঠকে এনসিপিআইয়ের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে সুকান্তর দাবি, ২০১৯ আসনে পদ্ম প্রতীকেই লড়বে বিজেপি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে ভোটের ময়দানে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতা বোঝাতে তিনি বলেন, প্রতি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই প্রার্থী হতে সর্বনিম্ন ১০ জনের আবেদন জমা পড়েছে। আমরা চাইলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে দু’জনকে প্রার্থী করতে পারি। কিন্তু তা করব না। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সুকান্তর দাবি, তঁর আগে নিজের বুথে জিতে দেখান। ‘সম্ভাবনা রাজনীতি’র পাঠ দিয়ে প্রার্থী তালিকায় ‘তৃণমূলীকরণ’-এর বিষয়টি খানিকটা এড়িয়েই যান তিনি।

কলকাতা

বিমানবন্দরে

ফের বোমাতঙ্ক

কলকাতা বিমানবন্দরে ফের বোমাতঙ্ক! ফুকেট থেকে আসা বিমানের টয়লেটের আয়নায় লেখা ‘বম্ব ইনসাইড এয়ারক্রাফ্ট’। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শনিবার ফুকেট থেকে কলকাতায় আসা একটি বিমান অবতরণের পর কেবিন ক্র-রা বিমানের টয়লেট পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন, টয়লেটের আয়নায় বিমানের ভেতরে বোমা রাখা আছে বলে লেখা। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি পাইলট এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আধিকারিকদের জানানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে বিমানটিকে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে তল্লাশি শুরু করে CISF, বম্ব স্কোয়াড এবং এয়ারপোর্ট পুলিশ। তবে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পরও বিমানের ভিতর থেকে সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, কেউ আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কে এই নোট লিখেছে, তা জানতে বিমানের যাত্রী তালিকা এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুক্রবারই বিমানবন্দরের মহিলা ওয়াশরুমে ২৩ নম্বর গেটে বোমা রাখার হুমকি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল। পরপর দু’দিন বোমাতঙ্কে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

চোরবাগানে পুলিশের নজরদারিতে মণ্ডপ খোলার কাজ

চোরবাগান সর্বজনীন মর্মাস্তিক ঘটনার পর এ বার মণ্ডপের কাঠামো সরানোর কাজ শুরু হল। তবে স্বাভাবিক নিয়মে নয়, তদন্তের স্বার্থে পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যেই চলছে সেই কাজ। মণ্ডপের একটি অংশ না সরালে প্রতিমা বাইরে বার করা সম্ভব নয়। তাই কারিগরি দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় অংশ খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চোরবাগানের ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে গঠিত সিটি ইতিমধ্যেই ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। সেই পরিস্থিতিতে মণ্ডপের কাঠামোয় হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। কোন অংশ কী ভাবে সরানো হবে, তা নিয়েই প্রযুক্তিগত পর্যালোচনার পর কাজ এগিয়েছে। ঘটনার ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয় মৃতের সংখ্যা থেকে। চোরবাগানের দুর্ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের



পাশাপাশি মণ্ডপ নির্মাণের পদ্ধতি, কাঠামোর স্থায়িত্ব এবং সেখানে কী ধরনের ক্রটি ছিল, তদন্তে সেই প্রশ্নগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন প্রতিমা নিরঞ্জন সময়সীমাও সামনে রয়েছে। তাই এক দিকে তদন্তের প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও কাঠামোগত তথ্য যাতে নষ্ট না হয়, অন্য দিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিমা বার করে নিরঞ্জন করা যায়; দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করেই কাজ

করতে হচ্ছে প্রশাসনকে। পুলিশের উপস্থিতিতে মণ্ডপ খোলার সিদ্ধান্ত সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কাঠামো সরাতে হলেও পুরো প্রক্রিয়াটি নজরদারির মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। চোরবাগান-কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে যখন নানা প্রশ্ন রয়েছে, তখন মণ্ডপ সরানোর প্রতিটি ধাপও তদন্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ই এগোনো হচ্ছে।

বিনা বরণেই নিরঞ্জনের পথে চোরবাগানের প্রতিমা!

সপ্তমীতে মর্মাস্তিক বিপর্যয়ের পর চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। সিটের প্রধান তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী জানিয়ে দেন, প্রতিমা নিরঞ্জনে আপত্তি নেই। এরপরই শনিবার নিরঞ্জনের পথে দুর্গা প্রতিমা। তবে এবার বরণ, সিঁদুর খেলা ছাড়াই নিরঞ্জন হবে। বাসিন্দারা জানান, ত এবার বরণ হল না। পূজোয় কোনও দোষ ক্রটি থেকে গেল কি না জানতে পারলাম না। মা ক্ষমা করে দিও। শনিবার দুপুরে চোরবাগানের সেই অভিশপ্ত প্যাভেল থেকে প্রতিমা বের করা হয়। প্রতিমা নিরঞ্জনের কাজের জন্য ৪০ জন কুলিকে আনা হয়। তাঁরাই মণ্ডপ থেকে প্রতিমা বের করেন। মণ্ডপের মূল অংশ অক্ষত রেখেই দুপুর ২টো নাগাদ বের করা হয় প্রতিমা। এরপর কিছুক্ষণ সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে রাখা হয় দুর্গা প্রতিমা।



সেখানে ভিড় করেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানান, সপ্তমীর সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় মর্মাস্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। এবার বরণও হল না। সিঁদুর খেলাও হল না। পূজোয় কোনও দোষ ক্রটি থাকল কি না তা-ও বুঝতে পারছেন না বাসিন্দারা। তাই সবকিছুর জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন তাঁরা। দশমী পেরিয়ে গেলেও এই বিতর্কিত মণ্ডপের প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। বৃহস্পতিবার মণ্ডপ

সরেজমিনে খতিয়ে দেখে সিটের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী বলেন, প্রতিমা নিরঞ্জে আপত্তি নেই। তবে তদন্তের স্বার্থে মণ্ডপ রাখতে হবে স্ববছ একই। সেই নির্দেশ মেনেই শনিবার চোরবাগানের প্রতিমা নিরঞ্জনের সিদ্ধান্ত নেয় পূজো কমিটি। তবে মণ্ডপের মূল অংশ অক্ষত রেখেই বের করা হয়ে প্রতিমা। উল্লেখ্য, মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগান সর্বজনীন পূজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১৯ জনের। আহত বহু। এই ঘটনায় ২ ঘোষক-সহ মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তের জন্য দুটি পৃথক সিটি গঠন করে শুরু হয়েছে তদন্ত। তার মধ্যে একটি সিটের নেতৃত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী। তাঁর অনুমতিতেই শনিবার নিরঞ্জনের পথে চোরবাগানের দুর্গা প্রতিমা।

‘সন্ন্যাসে’র পথে ফিরহাদ

পাঁচবারের কাউন্সিলর, দু’বার কলকাতা পুরসভার মেয়র, চারবারের বিধায়ক, দু’বারের মন্ত্রী, এলাকায় জনপ্রিয় নেতা। এমনকী ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে ঘাসফুল শিবিরের ভরাডুবিতেও নিজের এলাকায় জয় ছিনিয়ে এনে বিধায়ক হয়েছেন। এহেন ঝকঝকে রাজনৈতিক কেরিয়ার থেকে এবার ‘সন্ন্যাস’ নিতে চলেছেন ফিরহাদ হাকিম! আসন্ন পুরভোটে তিনি লড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের টিকিট পাওয়ার বিষয়টিও কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র। এছাড়া ঘনিষ্ঠ মহলে ববি এও জানিয়েছেন, যতদিন বিধায়ক হিসেবে তাঁর মেয়াদ, ততদিনই রাজনীতি করবেন। তারপর তিনি বা হাকিম পরিবারের কেউ আর রাজনীতির ‘পক্ষিল আবর্তে’ থাকবেন না। কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসেবে

ফিরহাদ হাকিমের অবদান নেহাৎ কম নয়। একসময়ে আঠেরো মাসে বহর হওয়া পুরসভায় কাজের গতি ফিরিয়েছিলেন ববি। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক কাজই দ্রুত হয়েছিল। তবে বিতর্কও কম হয়নি। বিশেষত পুরসভার অন্দরে আর্থিক দুর্নীতি থেকে বেআইনি নিয়োগের মতো অভিযোগ এখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের স্ক্যানারে। ফিরহাদ হাকিমকেও তদন্তের মুখে পড়তে হয়েছে। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে কলকাতা বন্দর থেকে জিতে তিনি বিধায়ক হন ঠিকই, তবে বিজেপি সরকার গঠনের পর পুরসভার রাশ আলগা হয়ে গিয়েছিল তাঁর হাত থেকে। এই অবস্থায় চাপের মুখে জুন মাসে পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ফিরহাদ। পরবর্তীতে রাজনীতির গতিপথে বহু বাঁক-মোড় পেরিয়ে খাতব্রত

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে যোগ দেন। আপাতত তিনি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। আগামী মাসেই কলকাতা ও হাওড়ায় পুরভোট। কিন্তু তাতে লড়বেন না দু’বারের মেয়র। দিন কয়েক আগে ঘনিষ্ঠ মহলে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, পুরভোটে কোনও দলেরই প্রার্থী হবেন না। এমনকী তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী, যিনি একসময়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পদে ছিলেন, তিনিও লড়বেন না। ফিরহাদের বক্তব্য, “রাজনীতির পক্ষিল আবর্তে আগামিদিনে থাকব না। আমি কলকাতা বন্দরের বিধায়ক। সেখানকার মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা আছে। যতদিন আমার বিধায়ক পদের মেয়াদ আছে, ততদিন তাঁদের সেবক হয়ে কাজ করব। তারপর আর রাজনীতিতে আমি

নেই। এতেই স্পষ্ট, ২০৩১ সালের পর আর ফিরহাদকে বঙ্গ রাজনীতিতে পাওয়া যাবে না। ঘনিষ্ঠ বৃত্তে তিনি নাকি এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে নানা কারণে বিভিন্ন মহলের টার্গেট হাকিম পরিবার। তাই রাজনীতির ইদুরদোড়ে আর থাকবেন না তিনি ও পরিবারের কেউ। এতদিন ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার চেতলার ৮২ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর পদের জন্য লড়েছেন ফিরহাদ। এবার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ফলে ওই ওয়ার্ড দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার একটি মহিলা সংরক্ষিত। আর সেখানেই চর্চা চলছিল, প্রাক্তন মেয়রের কন্যাকে হয়ত প্রার্থী করা হতে পারে। কিন্তু তাতেও কার্যত জল ঢেলে দিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র। স্পষ্ট করেই নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

২৪ অক্টোবর ২০২৬ ৥ শনিবার

বিষের নিশ্বাসে মুম্বই

আরব সাগরের নোনা হাওয়া, সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি আর ব্যস্ত মহানগরের ছন্দ-এই পরিচয়েই দীর্ঘদিন ধরে মুম্বইকে চেনা যায় কিন্তু সেই পরিচিত ছবির আড়ালে এখন জমছে এক অদৃশ্য বিপদাঘে শহরকে একসময় তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ বাতাসের শহর বলে মনে করা হত সেই মুম্বইয়ের আকাশেও আজ দূষণের কালো ছায়া পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বায়ুর মানের নিরিখে কখনও কখনও দেশের চিরদূষিত রাজধানী দিল্লিকেও পিছনে ফেলেছে বাণিজ্যনগরী। ২০২৬ সালে দ্বিতীয়বার মুম্বইয়ের বায়ুমান সূচক বা একিউআই দিল্লির তুলনায় খারাপ হওয়ার ঘটনা নিছক পরিসংখ্যান নয় বরং আগামী দিনের জন্য এক গভীর সতর্কবার্তা। বছরের শুরুতেই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে মুম্বইয়ের একিউআই প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি পৌঁছেছিল। গত সপ্তাহেও দেশের দূষিত শহরগুলির তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে মুম্বই। অর্থাৎ সমস্যা কোনও বিচ্ছিন্ন দিনের নয়, নগরজীবনের সঙ্গে দূষণ যেন ক্রমশ স্থায়ী সঙ্গী হয়ে উঠছে। প্রশ্ন হল, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েও কেন মুম্বইয়ের বাতাস এতটা বিষাক্ত হয়ে উঠছে? উত্তরটি একক কোনও কারণে লুকিয়ে নেই। শহরজুড়ে চলতে থাকা নির্মাণকাজের ধুলো, রাস্তার যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্পাঞ্চলের দূষণ সব মিলিয়ে বাতাসে ক্রমশ বাড়ছে ক্ষতিকর কণার পরিমাণ। তার উপর বাতাসের গতি কমে গেলে সেই দূষিত কণা দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে না। শহরের উপরেই যেন তৈরি হয় বিষাক্ত আবরণের চাদর। আশপাশের গ্রামাঞ্চলে আবর্জনা পোড়ানো এবং উৎসবের আতশবাজির ধোঁয়া সেই পরিস্থিতিতে আরও ভয়াবহ করে তোলে। এখানেই শেষ নয় উন্নয়নের নামে শহরের বুকজুড়ে একের পর এক নির্মাণ প্রকল্প চললেও নির্মাণস্থলের ধুলো নিয়ন্ত্রণে কতটা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। উন্নয়ন প্রয়োজন, রাস্তা প্রয়োজন, বাড়ি প্রয়োজন, পরিকাঠামো প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নের মূল্য যদি মানুষের ফুসফুসকে দিয়ে চোকাতে হয়, তবে সেই উন্নয়নের মডেল নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই মুম্বইয়ের দূষণ নিয়ে বম্বে হাই কোর্টের উদ্বেগ প্রকাশও পরিস্থিতির গুরুত্ব স্পষ্ট করে। আদালতের পর্যবেক্ষণ প্রশাসনের কাছে নিছক সমালোচনা নয়, বরং নাগরিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে আরও কঠোর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু জরুরি ভিত্তিতে জল ছিটিয়ে রাস্তা স্তার ধুলো কমানো কিংবা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রয়োজন উৎসস্থলে দূষণ কমানোর ব্যবস্থা অন্যদিকে দিল্লিও স্বস্তিতে নেই। দশেরার পর রাজধানীর বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হয়েছে। একসময় একিউআই পৌঁছেছিল ২৪৫-এ। বাতাসে ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণার ঘনত্বও উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আতশবাজি পোড়ানো পরিস্থিতিতে আরও জটিল করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সামনে দীপাবলি। ফলে দূষণের মাত্রা আরও বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে দিল্লি-মুম্বইয়ের এই তুলনা অবশ্য প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা নয়। কোন শহরের বাতাস বেশি বিষাক্ত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে গর্ব করার কিছু নেই। বরং দুই মহানগরের দূষণই একটি বড় ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। একদিকে দ্রুত নগরায়ণ, অন্যদিকে পরিবেশের উপর বাড়তে থাকা চাপ এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে সবচেয়ে অসহায় সাধারণ মানুষ দূষিত বাতাস কোনও রাজনৈতিক দল, ধর্ম, শ্রেণি বা অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য করে না। ধনী মানুষের বাড়িতে হয়তো এয়ার পিউরিফায়ার থাকতে পারে, গাড়িতে বন্ধ কাচ থাকতে পারে কিন্তু শহরের রাস্তার শ্রমিক, রিকশাচালক, ফুটপাথের দোকানি, নির্মাণকর্মী কিংবা স্কুলপড়ুয়া শিশুরা প্রতিদিন সেই বাতাসই গ্রহণ করে।

দূষণের সবচেয়ে বড় বোঝা তাই পড়ে সমাজের সেই অংশের উপর, যাদের নিজেদের রক্ষা করার সুযোগ সবচেয়ে কম সবচেয়ে বড় বিপদ হল, বায়ুদূষণ দূশ্যমান নয়। ধোঁয়া চোখে পড়লে মানুষ সতর্ক হয়, কিন্তু অদৃশ্য সূক্ষ্ম কণা যখন ফুসফুসের গভীরে ঢুকে যায়, তখন তার ক্ষতি অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। অথচ দীর্ঘমেয়াদে এই দূষণ মানুষের শ্বাসযন্ত্র, হৃদযন্ত্র এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেতে পারে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, বাতাসের গতির ওঠানামা কিংবা 'সুপার এল নিনে'-র মতো জলবায়ুগত প্রভাব পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলতে পারে। তাই দূষণকে শুধু শীতকালীন সমস্যা কিংবা উৎসবের কয়েক দিনের সমস্যা হিসেবে দেখলে ভুল হবে মুম্বই হোক বা দিল্লি দুই শহরের জন্যই এখন প্রয়োজন 'দূষণ কমানোর' ঘোষণা নয়, বাস্তবায়নযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা।

৫৪ মূর্তি দুর্গা, ছোটনলগেড্যা, বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংঘের ৪৭তম দুর্গোৎসব

সুমিত্রা সাউ গিরি

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর



পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা দুই নং ব্লকের অন্তর্গত ছোট নলগেড্যাতে ৫৪ মূর্তি দুর্গা নিয়ে দুর্গোৎসব করলো বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংঘ। চ্যুয়াম মূর্তি ঠাকুর ছাড়াও জগন্নাথ মন্দিরের আদলে পূজো মণ্ডপে রয়েছে মূল দুর্গা প্রতিমা। ৪৭তম বর্ষে পড়লো এই পূজো মহা ষষ্ঠীতে মহাসমারোহে উদ্বোধন হয়েছে। এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিশাল মেলা বসে ষষ্ঠী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত।

সারা গ্রাম সহ আশেপাশের অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এই গ্রামীণ পূজো দেখতে আসেন। পুরোনো শাস্ত্রমতে ৫৪মূর্তি তৈরি করেছেন এই সংঘ। মায়ের অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে প্রতিটি মূর্তিতে। ষষ্ঠী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত নানারকম অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা, অর্কেস্ট্রা ছাড়াও এবারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ইন্সটিমেন্টাল মিউজিক এর জন্য মহা সুপ্তমীতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের দিশিতা



গিরি ও অর্চিমান গিরি নামক দুজন খুদে শিল্পীকে আন্তরিক আহ্বান জানান। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে সুরে সুরে মেতে ওঠেন সেদিন। মাউথ অর্গান, মেলোডিকার সুরে মুগ্ধ হন ইট থেকে আশি প্রত্যেকেই। প্রতিটি সুরেই ছিল একটা সামাজিক বার্তা যা জনগণের মন ছুঁয়ে যায়। সঞ্চালনায় ছিলাম আমি স্বয়ং আয়োজকদের আবদারে অনুরোধে।

সন্ধ্যা থেকেই বহু দূর দুরাস্থ থেকে মানুষের ঢল নামে রোজই। শহরের জৌলুস না থাকলেও আন্তরিকতা, আতিথেয়তা আপ্যায়ন সুন্দর আয়োজনে মুগ্ধতা রেখে যায়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সংস্কৃতি মনন চিন্তনের পরিচয় পেয়ে ওদের হাতে আমার কাব্যগ্রন্থ ভালোবাসা শাস্ত্রত তুলে দিই। আয়োজকদের অনুরোধে অনুষ্ঠান শেষে দুই মেদিনীপুরের আঞ্চলিক কথ্য মিঠা

ভাষায় কবিতা পাঠও করি। ৫৪মূর্তির সৌন্দর্য-শোভায় পরিবেশ আলোকিত হয়ে ওঠে। অনন্য সুন্দর এক পূজোর সাক্ষী থাকলাম। দ্বাদশীতে চ্যুয়াম মূর্তিসহ মূল দেবী মূর্তির বিসর্জন হবে স্থানীয় এলাকার খালে। আবার একটা বছরের জন্য অপেক্ষায় থাকবে গ্রামীণ মানুষের সহজ সরল মন। এই উৎসব হলো এক পুনর্মিলন ক্ষেত্র যার জন্য অপেক্ষায় রইলাম আমরাও।

২৩ দিনের অনশন থেকে জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলন রাজপথই নেহা বোরার হয়ে ওঠার সাক্ষী

২৩ দিন ধরে অনশন করে যেমন তিনি সংবাদমাধ্যমের নজরে এসেছিলেন, তেমনি সম্প্রতি দিল্লির রাজপথে পুলিশের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তাঁকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে দিল্লির রাজপথে কখনও অনশন, কখনও বিক্ষোভ, কখনও আবার পুলিশের ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। গত কয়েক মাসে ছাত্র আন্দোলনের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসিএ)-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা বোরা। ২৩ দিন ধরে অনশন করে যেমন তিনি সংবাদমাধ্যমের নজরে এসেছিলেন, তেমনি সম্প্রতি দিল্লির রাজপথে পুলিশের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও তাঁকে নতুন করে আলোচনায় এনেছে। তাঁর প্রতিবাদের কেন্দ্রে রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। গত ১১ অক্টোবর, রবিবার, দিল্লির আর কে আশ্রম মার্গ মেট্রো স্টেশনের কাছে ফের বিক্ষোভের ডাক দেন নেহা। দাবি ছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এই আন্দোলন চলছিল। নেহার ডাকে সেখানে জড়ো হন সমর্থকেরা। কিন্তু বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের বাধা এড়িয়ে নেহা ও তাঁর সঙ্গীরা কন্ট প্লেসের দিকে দৌড়তে শুরু করেন। দুপুর ২টো ৫১ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেহা জানান, তাঁরা ব্যারিকেড পেরিয়ে কন্ট প্লেসে পৌঁছেছেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাঁকে আটক করে। অন্য

বিক্ষোভকারীদেরও টেনে-হিঁচড়ে বাসে তোলা হয় বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এই ঘটনার পর পুলিশি হেফাজতে তাঁদের কী পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। আটক হওয়ার পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে নেহা অভিযোগ করেন, বিক্ষোভকারীদের যে বাসে তোলা হয়েছিল, তার ভিতরে ছোট ছোট খোপ ছিল। সেখানে শ্বাস নেওয়ার মতো জায়গাও ছিল না বলে তাঁর দাবি। মহিলা বিক্ষোভকারীদের একটি ছোট জায়গায় গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পুরুষ বিক্ষোভকারীদের গালিগালাজ করা এবং মারধরের অভিযোগও তোলেন নেহা। তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ওই

প্রতিবেদনগুলিতে পাওয়া যায়নি। এই বিক্ষোভ অবশ্য এক দিনের ঘটনা নয়। তার আগের দিন, শনিবারও, দিল্লিতে প্রতিবাদের চেষ্টা করেছিলেন নেহা ও তাঁর সঙ্গীরা। পুলিশি বাধা ও আটক করার ঘটনার পরেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান তিনি। রবিবারও তাঁর বার্তা ছিল, একটি জায়গায় প্রতিবাদ আটকে দেওয়া হলে অন্য জায়গায় মানুষকে একত্রিত হতে হবে। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়া এই প্রতিবাদে পুলিশের উপস্থিতি এবং আটক করার ঘটনা আন্দোলনের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে নেহার রাজনৈতিক যাত্রাপথ বুঝতে গেলে তাঁর ছাত্রজীবন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিকে তাকাতে হয়। ২৯ বছর বয়সি নেহার বেড়ে ওঠা উত্তরাখণ্ডের খাটিমায়। তাঁর বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত।





২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

এক উঠোনে সাত দুর্গার আরাধনা ঐতিহ্য আর ঐতিহাসিকের অনন্য মেলবন্ধন খাটুন্দিতে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব
বর্ধমান : ভারতবর্ষের বুকে এক
বিরল এবং অনন্য দুর্গোৎসবের সাক্ষী
রইল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম
ব্লকের খাটুন্দি গ্রাম। কয়েকশো
বছরের ঐতিহ্য মেনে এই গ্রামের
ভট্টাচার্য পরিবারে একই উঠোনে
একসাথে সাত-সাতটি দুর্গা প্রতিমার
আরাধনা সম্পন্ন হলো। স্থানীয়ভাবে
এই ব্যতিক্রমী আয়োজন 'সাত
বাড়ির পূজো' নামে সুপরিচিত। প্রাপ্ত
তথ্য অনুযায়ী, চৈতন্যদেবের
আবির্ভাবের বহু আগেই, প্রায় ৬০০
বছরেরও বেশি আগে এই অঞ্চলে
জনবসতি গড়ে ওঠার সময়
রামগোপাল ভট্টাচার্য প্রথম দুর্গাপূজার
সূচনা করেন। কালের নিয়মে এবং
শরিকি ব্যবধানের কারণে পরবর্তীতে
এক প্রতিমার জায়গায় একে একে
সাতটি প্রতিমার পূজো শুরু হয়। তবে
বিবাদ থাকলেও পূজো হয়
একসঙ্গে। এই পূজোর সবচেয়ে বড়
বৈশিষ্ট্য হলো শান্ত ও বৈষ্ণব মতের
অপূর্ব মিলন। প্রাচীন পুঁথি 'দুর্গা ভক্তি
তরঙ্গিনী' অনুসরণ করে কৃষ্ণকে



স্মরণ করেই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান
ও বলিদান সম্পন্ন হয়। এক উঠোনে
একসঙ্গে ১৪ জন পুরোহিত পূজোয়
বসেন এবং প্রতিটি প্রতিমার সামনে
পঞ্চঘট স্থাপন করা হয়, যা অত্যন্ত
দুর্লভ। অষ্টমীতে সাধারণত বলিদান
নিষিদ্ধ হলেও, আট পুরুষ ধরে এই
পরিবারে অষ্টমীতেও বলিদানের প্রথা
চলে আসছে। চারদিন ধরে চলে এই
বলিদানের প্রথা। পরিবারের অষ্টম

পুরুষ বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অন্যান্যদের
মতে, একসময় শিষ্যদের বাড়ি থেকে
ভিক্ষাবৃত্তি করে পূজোর খরচ
জোগানো হতো। বিজয়া দশমীতে
নাটমন্দিরে সাত প্রতিমাকে একসাথে
রেখে বিশেষ গান, আরতি ও যোথ
প্রার্থনার মাধ্যমে দেবীকে বিদায়
জানানো হয়। আকাশে শঙ্খচিল
দর্শনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই
ঐতিহাসিক পূজোর বিসর্জন পর্ব।



হাওড়ার বাগনানে
মহিলা পরিচালিত
এন ডি ব্লক
সর্বজনীন দুর্গোৎসব
কমিটির প্রতিমা
নিরঞ্জন পর্বে সিঁদুর
রাঙা হলেন
গৃহবধুরা।
তথ্য ও ছবি- সন্দীপ
মজুমদার, নয়া
জামানা, হাওড়া।

শতবর্ষের ঐতিহ্য মেনে ময়নাগুড়ির তিস্তা পারে পালিত হল দেবী ভান্ডারীর পূজো

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি :
ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রাম পঞ্চগয়েতের
তিস্তা পারে একাদশী তিথিতে অত্যন্ত
ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে উদযাপিত হল
শতবর্ষের প্রাচীন মা ভান্ডারী বা
ভান্ডারী পূজো। মল্লিক বংশের হাত
ধরে শুরু হওয়া এই পারিবারিক
পূজো বর্তমানে সর্বজনীন রূপ
নিিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,
দেবী দুর্গার মর্ত্য ছাড়ি কৈলাসে
যাত্রার প্রাক্কালে একাদশী তিথিতে এখা
নে মা ভান্ডারী রূপে পূজিতা হন।
ভক্তদের বিশ্বাস, তিনি সকল
মানবকুলের ভান্ডারের অধিকর্তা এবং
অত্যন্ত জাগত দেবী। বাঘের ওপর
আসীন দ্বিভুজা এই দেবীর চালচিহ্নে
কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী
একসঙ্গে বিরাজ করেন। তিস্তার



তীরবর্তী এই পূজোকে কেন্দ্র করে
প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে হাজার
হাজার পুণ্যার্থী ও ভক্তদের সমাগম
ঘটে। পূজো উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী
বলি প্রথা পালনের পাশাপাশি প্রচুর
ছাগ ও পায়রা বলি দেওয়া হয়,
আবার অনেকে জীব উৎসর্গ করে

মুক্ত করেও দেন। একদিনের এই
পূজো ও সংলগ্ন মেলা ঘিরে গোটা
ময়নাগুড়ি এলাকা উৎসবমুখর হয়ে
ওঠে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে
ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের পক্ষ
থেকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করা হয়।

ভুয়ো ভিডিও কাণ্ডে গ্রেফতার ৩, বিদেশি যোগের আশঙ্কা পুলিশের

সাজাহান আলি, নয়া
জামানা, দক্ষিণ
দিনাজপুর : ভুয়ো
ভিডিও ছড়ানোর
অভিযোগে গ্রেফতার
তিন, নেপথ্যে কি
আন্তঃরাষ্ট্রীয় যড়যন্ত্র?
আসন্ন পূজোর মুখে
ভুয়ো ভিডিও ও মিথ্যা
তথ্য ছড়িয়ে
জনমানসে বিভ্রান্তি
সৃষ্টির অভিযোগে
তিন যুবককে



গ্রেফতার করল দক্ষিণ দিনাজপুর
জেলার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।
ধৃতদের নাম সুমন রায়, রেহান
সরকার এবং সিদ্দিক আলী মিয়া।
এদের মধ্যে সুমন ও রেহানের বাড়ি
কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় এবং সিদ্দিক
আলীর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানা
এলাকায়। বালুরঘাটে এক সাংবাদিক
বৈঠকে জেলা পুলিশ সুপার
অভিষেক গুপ্তা এই চাঞ্চল্যকর তথ্য

জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,
ধৃতরা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের
বিরুদ্ধে ভুয়ো ভিডিও তৈরি করে
সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়াচ্ছিল। এর
জেরে এলাকায় সাধারণ মানুষের
মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা তৈরি হয়।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান,
এই ঘটনার নেপথ্যে শুধু স্থানীয় যোগ
নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশসহ
অন্য কোনো দেশের যোগ থাকতে

পারে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে
জেলা পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য
শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে
একটি উচ্চপর্যায় তদন্ত শুরু হয়েছে।
এই ঘটনার জেরে কুমারগঞ্জ ও
গঙ্গারামপুর সহ সমগ্র দক্ষিণ
দিনাজপুর জেলাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য
ছড়িয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে
এই চক্রের সাথে আর কারা যুক্ত
রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে বাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

৪০০ বছরের প্রাচীন রীতি!

সিঁদুরখেলা নয়, বাঁকুড়ার বৈতলে দশমীতে হয় কাদাখেলা

খি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া : ৪০০ বছরের প্রাচীন কাদাখেলা! বাঁকুড়ার বৈতলে সিঁদুরখেলা নয়, দশমীতে জমে ওঠে ব্যতিক্রমী বিজয়া উৎসব। বিজয়া দশমী মানেই সাধারণত মনখারাপের সুর আর সিঁদুরখেলায় মেতে ওঠার চিরাচরিত দৃশ্য। তবে এই প্রথাগত ধারার বাইরে গিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বৈতল গ্রামে পালিত হয় এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী উৎসব। এখানে সিঁদুর খেলার বদলে বিগত চারশো বছর ধরে দশমীর দিন কাদাখেলায় মেতে ওঠেন আট থেকে আশি বয়সি সমস্ত মানুষ। শতাব্দীপ্রাচীন এই লোকচারা আজও এতটুকু ভাটা পড়েনি ইতিহাস ও জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় চারশো বছর আগে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কোনও এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বৈতল গ্রামের বগড়াই ভঞ্জদেবীর মন্দিরে পূজা দেন। পরবর্তীতে দেবীর আশীর্বাদে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানীতে ফেরার সময় তিনি ও তাঁর পুরো সৈন্যবাহিনী ফের ওই মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হন। এরপর মন্দিরে পূজা দিয়ে বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। সেই সময় মন্দিরের সামনের মাঠে কাদা মেখে বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন



মল্লরাজার সৈনিকেরা। আর সেই ঐতিহাসিক বিজয়া দশমীর দিন থেকেই এই কাদাখেলার অভিনব প্রথা চলে আসছে। সময়ের পালাবদলে মল্ল রাজত্ব হারিয়ে গেলেও বৈতলের বগড়াই ভঞ্জদেবীর মন্দির আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই উত্তরমুখী মন্দিরে দেবী চণ্ডী রূপে পূজিতা হন। এখানকার কষ্টিপাথরের অস্ত্রধাতুর প্রতিমার রূপও বেশ আলাদা, যেখানে দেবীর এক পা সিংহের উপর এবং অন্য পা হাতির উপর স্থাপিত। মন্দিরে প্রতিদিন নিয়ম মেনে নিত্যপূজা হয় এবং দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান সময়ের দশমীর দিন মন্দিরপ্রাঙ্গণে

বিশেষভাবে মাটির বাঁধ তৈরি করা হয়। এরপর স্থানীয় সাতটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল এনে সেই চত্বর হাটুসমান জলে ভরিয়ে তোলা হয়। দুপুরে বৈতল সহ আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হন। দেবীকে প্রণাম জানানোর পরেই শুরু হয় বাঁধভাঙা কাদাখেলা। নিয়ম মেনে বিকেলে হিজলডিহা গ্রামের বকশি পরিবারের কোনো এক সদস্য এসে ওই মাটির বাঁধ কেটে জল বার করে দেন, যার মাধ্যমেই এই ঐতিহ্যবাহী কাদাখেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বৈতলের এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি আজও সগৌরবে টিকে রয়েছে।

ময়নাগুড়িতে দুঃসাহসিক ছিনতাই!

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : ভাঙানি পূজোয় যাওয়ার পথে টোটে থেকে মহিলার সোনার হার ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। ময়নাগুড়িতে প্রকাশ্য দিনালোকে ফের একবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে শহরের ওভারব্রিজ সংলগ্ন দ্বারীভিজা মোড় এলাকায় একটি চলন্ত টোটে থেকে এক গৃহবধুর গলার সোনার হার ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। উৎসবের দিনে এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন দুপুরে হুসলুরডাঙা

এলাকার এক দম্পতি তাদের মেয়ের বান্ধবীর বাড়িতে ভাঙানি পূজো উপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। তারা একটি টোটেয় চেপে আবদুলের মোড়ের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় একটি বাইকে করে দুই অপরিচিত যুবক তাদের টোটোর সামনে এসে হঠাৎ পথ আটকাই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা ওই গৃহবধুর গলা থেকে জোর করে সোনার চেনটি টেনে ছিঁড়ে নেয়। এরপর চোখের পলকে বাইক নিয়ে দোমহানি এলাকার দিকে পালিয়ে যায় তারা।

দিনের আলোয় এমন প্রকাশ্য ছিনতাইয়ের ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন ওই দম্পতি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় তারা প্রাথমিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি কী করবেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তারা সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগুড়ি থানায় যোগাযোগ করেন। এই বিষয়ে দম্পতির পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুষ্কৃতিদের শনাক্ত করতে এবং তাদের পাকড়াও করতে আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পূজো উপলক্ষ্যে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পরকীয়ার সন্দেহে টোটোচালক স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার স্ত্রী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ : পরকীয়ার সন্দেহে খুন। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ফুলন্দর গ্রামে এক টোটোচালক স্বামীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম জাহাঙ্গীর মোমিন (২৩)। গুরুবার সকালে নিজ বাসভবন থেকেই তাঁর নিখর দেহ উদ্ধার করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র

করে সমগ্র এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নাবেরা খাতুনের ভূমিকা নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত তদন্তে নামে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। আইসি কুনাল কান্তি দাসের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পুলিশি তৎপরতায় ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্থাৎ শুক্রবার

বিকেলে অভিযুক্ত স্ত্রী নাবেরা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে দম্পতির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। সেই পারিবারিক বিবাদের জেরেই রাতের অন্ধকারে স্বামী জাহাঙ্গীরের গলা টিপে তাঁকে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে অপরাধের ক্ষেত্রে আপস করা হবে না।

মালদায় শর্ট সার্কিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়া জামানা, হরিশ্চন্দ্রপুর : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চগয়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি পরিবারের বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দুই ভাই হারাধন থোকদার ও পল্লব থোকদারের পরিবার এই দুর্ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে হারাধনের পরিবারের সদস্যরা চাঁচলে দশমীর মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সন্ধ্যা নাগাদ বাড়িতে আচমকা আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং পাশের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে।



প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলসীহাটা দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। পরবর্তীতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে দমকল

পৌঁছানোর আগেই আগুন সব কিছু থাস করে নেয়। আগুন ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, উৎপাদিত শস্য, গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাগজপত্র ও নগদ টাকা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা পরনের কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছুই রক্ষা করতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরপর এমন বিপর্যয়ে এই দুই দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

দশমীর রাতে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার পরিয়ায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ

নয়া জামানা, মালদা : দশমীর রাতে মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম প্রণব হালদার (২৭)। তিনি বুলবুলচন্ডীর জগন্নাথপুর এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন

পরিয়ায়ী শ্রমিক ছিলেন। প্রায় দু'মাস আগে তিনি দিল্লি থেকে নিজের বাড়ি ফিরেছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দশমীর রাতে প্রণবের ফের দিল্লি চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাঁকে কালীপূজোর পর যাওয়ার অনুরোধ করেন। এই কথা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে অভিমান করে তিনি রাগ করে বাড়ি থেকে কিছু বাসনপত্র নিয়ে

বেরিয়ে যান। এরপর গভীর রাতে পরিবারের কাছে খবর আসে যে, বুলবুলচন্ডী রেল স্টেশন থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে রেললাইনের ধারে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহের পাশেই তাঁর কিছু বাসনপত্র, জামাকাপড় এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত

দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং ছঠ পূজা উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে

ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর

100/- টাকা

5 বছরের উপর

200/- টাকা

Follow Us:

www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

জুবন জেডা

নয়া জামানা

কাশ্মীরিদের রক্ষাকর্তা পাকিস্তান! ফারুক আবদুল্লা

ফারুক আবদুল্লা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কাশ্মীরের একাধিকবারের মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে কংগ্রেসের শরিক। অতীতে বিজেপিও শরিক ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রীতিমতো বিচ্ছিন্নতাবাদী-‘দেশবিরোধী’দের সুরে কথা বললেন। কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে ফারুক বললেন, প্রতিবেশীদের জন্যই বেঁচে কাশ্মীরিরা। ভারত সরকারের যা মানসিকতা তাতে প্রতিবেশী দেশ না থাকলে কাশ্মীরিদের অস্তিত্ব থাকত না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছে বিজেপি। বারামুল্লার এক সভায় দাঁড়িয়ে সম্প্রতি ফারুক বলেছেন, তাজা আমাদের প্রতিবেশীরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। কাশ্মীরিদের কথা বলছে। সেকারণেই জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা বেঁচে। নাহলে ভারত সরকারের মানসিকতা কাশ্মীরিদের প্রতি মোটেই ভালো নয়। দা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর



কথায়, শুধু আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে বলেই কেন্দ্র কাশ্মীর নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না। নাহলে ভারত সরকারের থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করাও উচিত নয়। কাশ্মীরিদের রীতিমতো বিদ্রোহ করার উসকানি দিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান। ফারুক বলছেন, তআপনারা দিল্লির কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন? আপনারা কি ভাবেন দিল্লি আপনাদের সুবিচার দেবে? নিজেরা লড়াই করার মতো সাহস সঞ্চয় করুন। নাহলে আপনাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে। আপনাদের মুছে ফেলা হবে। আজ ভারত সরকার চূপাচাপ আছে শুধু বৈশ্বিক চাপের জন্য। প্রতিবেশীরা (পড়ুন পাকিস্তান) বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে, বিভিন্ন ফোরামে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কথা বলছে সেকারণেই আজ কাশ্মীরবাসী বেঁচে আছে। দা ফারুকের ওই

মন্তব্যে প্রত্যাশিতভাবেই আপত্তি বিজেপির। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো দেশবিরোধী বলছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতা রবীন্দ্র রায়না বলছেন, অনিয়ন্ত্রণের খার ওপারের কাশ্মীরিদের অবস্থা দেখলেই ফারুক বুঝতে পারবেন পাকিস্তান কাশ্মীরিদের কত যত্ন রেখেছে। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর আজ ভারতের অধীনে কাশ্মীর উন্নতি করছে। আজ কাশ্মীর পুরোপুরি ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেটা কারও কারও সহ্য হচ্ছে না। এই ধরনের মন্তব্যে দেশদ্রোহিতার মামলা হতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, ফারুকের মতো সিনিয়র রাজনীতিবিদ এ হেন বেফাঁস কথা বলেন কীভাবে? একাধিক সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তি যখন শ্রেফ স্থানীয় রাজনীতির স্বার্থে এই ধরনের মন্তব্য করেন, তখন সেগুলিকে হাতিয়ার করে পাকিস্তানের মতো ভারত বিরোধী শক্তিই। সেটা কি এতদিনেও বোঝেননি কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী? নাকি ইচ্ছাকৃত উপত্যাকার অশান্তি বাঁধাতে চান ফারুক।

অরুণাচলে সেনা সংঘাত জারি, প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কংগ্রেসের

অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের খার একাধিক এলাকায় ভারত ও চীনা বাহিনীর মধ্যে মুখো মুখি সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে এবং সেই উত্তেজনা এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে জানালেন ইন্দো-টিব্বিটান বর্ডার পুলিশ প্রধান শত্রুজিৎ কাপুর। রাজস্থানের আলওয়ারে বাহিনীর এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আইটিবিপির নবগঠিত ‘শৌর্য কম্যান্ডো’ দল সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত করার পাশাপাশি ড্রোন ব্যবস্থা ও ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল তৈরির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সীমান্তে এহেন উত্তেজনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে। গোটা



পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে স্পষ্ট জবাবদিহি দাবি করেছেন তিনি। খাড়াগে অভিযোগ করেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক স্তরে বৈঠকের পরও কেন সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি এবং ভারতীয় টহলদারির অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না, তা দেশকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে। একই সঙ্গে তিনি

অভিযোগ করেন, গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ১৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি হয়েছে। বারবার কূটনৈতিক স্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সত্ত্বেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের খার ২০২০ সালের আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো কি না, সে বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেছে প্রধান বিরোধী দল।

দেরাদুন না গৈরসৈন, উত্তরাখণ্ডের রাজধানী বিতর্ক ফের তুঙ্গে

পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের ক্ষমতার মূল কেন্দ্র কোথায় হওয়া উচিত; সমতলের দেরাদুন নাকি পাহাড়ের কোলে গৈরসৈন? রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী গৈরসৈনে আগামী ২৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দু’দিনের বিধানসভা অধিবেশনকে কেন্দ্র করে এই দীর্ঘদিনের বিতর্কটি ফের রাজনৈতিক মঞ্চে উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

আসন্ন অধিবেশনের আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির জরুরি প্রস্তুতি বৈঠকটি গৈরসৈনের বদলে আগামী ২৪ অক্টোবর শীতকালীন রাজধানী দেরাদুনে ডেকেছে রাজ্য সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। দলের প্রবীণ বিধায়ক প্রীতম সিংহের অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে পাহাড়ের গৈরসৈনে অধিবেশন ডাকা কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র; গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে শহরটির পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে সরকারের আন্তরিক সিদ্ধিচার অভাব



রয়েছে। ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর হওয়ার সময় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে দেরাদুনকে অস্থায়ী রাজধানী করা হয়েছিল। কিন্তু পাহাড়ি মানুষের আবেগ ও ভৌগোলিক সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ূনের মধ্যবর্তী চামোলি জেলার গৈরসৈনকে স্থায়ী রাজধানী করার দাবি বহু পুরনো। ২০১৪ সালে কংগ্রেস আমলে ভারারিসেনে বিধানসভা চত্বর গড়ে তোলার কাজ

শুরু হয় এবং ২০২০ সালে বিজেপি সরকার একে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ঘোষণা করে। তবে গ্রীষ্মকালীন রাজধানীর তকমা পেলেও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সরকারি বাসভবন এবং মূল সচিবালয় দেরাদুনেই থেকে গেছে। স্থায়ী রাজধানীর স্থায়ী মীমাংসা না হওয়ায় প্রতিটি নির্বাচনের আগেই পাহাড় বনাম সমতলের এই রাজনৈতিক তরঙ্গ ঘুরেফিরে সামনে চলে আসে।

ভ্লাদিভোস্টক বন্দরে সমাপ্ত ভারত-রাশিয়া যৌথ নৌমহড়া ‘ইন্দ্র ২০২৬’

রাশিয়ার পূর্ব উপকূলবর্তী শহর ভ্লাদিভোস্টকে সফলভাবে সম্পন্ন হল ভারত ও রাশিয়ার নৌবাহিনীর দ্বিপাক্ষিক যৌথ মহড়া ‘ইন্দ্র ২০২৬’। মহড়া শেষে গত ২০ অক্টোবর বন্দর ত্যাগ করেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘আইএনএস সহ্যাদ্রি’। উভয় দেশের নৌবাহিনীর পেশাগত সহযোগিতা, কৌশলগত সমন্বয় এবং পারস্পরিক পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়।



বোঝাপড়া আরও সুদৃঢ় করতে উভয় বাহিনীর সদস্যরা যৌথ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নেন। পরবর্তী সমুদ্র পর্যায়ে উভয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলি সমুদ্রে জটিল যৌথ মহড়া চালায়। এর মধ্যে ছিল সমন্বিত গতিবিধি, সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা, হেলিকপ্টার পরিচালনা এবং জরুরি

চিকিৎসার প্রয়োজনে আকাশপথে স্থানান্তর মহড়া। ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফল আয়োজন দুই দেশের দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক সহযোগিতাকে নতুন করে জোরদার করল এবং সমুদ্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকারকে আরও স্পষ্ট করল।

ইস্পাত আমদানির সমস্যা মেটাতে উন্মুক্ত সভার ডাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের

দেশে ইস্পাত আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ও শিল্প সংগঠনের যাবতীয় সমস্যা ও জটিলতা দূর করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী ২৮ অক্টোবর রাজধানীতে একটি উন্মুক্ত পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রক। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নেতাজি নগরের সাধারণ কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভবনের তিন তলায় ‘ইস্পাত কক্ষ’-এ এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইস্পাত আমদানি নজরদারি ব্যবস্থা, সরল নজরদারি ব্যবস্থা এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা সংক্রান্ত ছাড়পত্র নিয়ে শিল্পমহলের বিভিন্ন জটিলতা খতিয়ে দেখে সমাধানের পথ খোঁজা হবে। এই আলোচনায় অংশ নিতে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে আগামী ২৬ অক্টোবর দুপুর ১২টার মধ্যে নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিন ঠিকানায় আবেদন পাঠাতে বলা হয়েছে। আবেদন খতিয়ে দেখে আলোচনার নির্দিষ্ট সময়সূচি ফিরতি বৈদ্যুতিন চিঠিতে জানিয়ে দেওয়া হবে।



আবেদনে সংস্থার নাম, পণ্যের বিভাগ, সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ৫০ শব্দের মধ্যে) এবং প্রতিনিধির যোগাযোগের সমস্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। অধিক সংখ্যক সন্থাকে সুযোগ করে দিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে কেবল একজন প্রতিনিধিকেই উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। কোনো প্রকার তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা বা আগাম অনুমোদন ছাড়া সরাসরি কাউকে এই অধিবেশনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে মন্ত্রক।



২৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

সিনেমা দেখে তবে সিদ্ধান্ত ‘দুসরা’ বিতর্কে সৌরভের আবেদনে সাড়া দিয়ে জানাল দিল্লি হাই কোর্ট

জোরকদমে চলছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক তৈরি কাজ। তার মধ্যেই নয়া বিতর্ক। শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে অভিনয় দেও পরিচালিত ছবি ‘দুসরা’। সৌরভের আবেদন খারিজ করে ‘দুসরা’ মুক্তি আটকায়নি দিল্লি আদালত। তবে বিচারপতি বিনোদ কুমার এটাও বলেছেন, সৌরভের দাবির যথার্থতা খতিয়ে দেখতে তাঁরা সিনেমাটি দেখবেন।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সৌরভের অভিযোগ কী? আসলে ‘দুসরা’র কাহিনিতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ, ২০০২ ন্যাটওয়েস্ট সিরিজ জয়, লর্ডসের ব্যালকনিতে সেই ঐতিহাসিক জার্সি ওড়ানো-প্রত্যেকটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই নিয়ে সৌরভের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। সৌরভের অভিযোগ, বিখ্যাত ক্রীড়াবিদের উদাহরণ এইভাবে তুলে ধরার অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। বিনা অনুমতিতে সৌরভের মতো ব্যক্তিত্বকে বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করা হয়েছে এই ছবিতে। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি দিল্লি হাই কোর্ট। শুক্রবার হিন্দি এবং ইংরাজি দুই ভাষাতেই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে



দেশজুড়ে। তবে বিচারপতি বিনোদ কুমার বলেছেন যে, সৌরভের দাবি অনুযায়ী, তাঁর ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা বুঝতে হলে সিনেমাটি দেখতে হবে। আদালত চলচ্চিত্রটির পরিচালক ও প্রযোজকদেরও সমন জারি করেছে। তবে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী জানান, ‘দুসরা’ কোনও জীবনীমূলক সিনেমা নয়। বরং এক মেয়ের লড়াইয়ের গল্প বলা হয়েছে। যে কি না ভারতের সিরিজ জয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, লাভরঞ্জন প্রযোজিত তথ্য বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে পরিচালিত সৌরভের বায়োপিক ‘দাদা’র শুটিং প্রায় শেষদিকে। মামলায় দাখিল করা আবেদন অনুযায়ী, ২০২১-এ লাভ ফিল্মসের সঙ্গে সৌরভ একটি চুক্তি

করেন। যেখানে তাঁর জীবনের উপর কন্সটেন্ট তৈরি, প্রযোজনা ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার একমাত্র লাভ ফিল্মসের। ‘দুসরা’র সেটা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলেই এই অভিযোগ। অন্যদিকে সম্ভবত ‘দাদা’ ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছর। ‘প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’র চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও। বাংলা বলাও শিখে ফেলেছেন অনেকটাই। সৌরভের বাবা চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শাস্ত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে অপরাজিতা আচ্য। ভোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে তানিয়া মানিকতল্লা। চমক থাকতে পারে জগমোহন ডালমিয়া, গ্রেগ চ্যাপেলের চরিত্রগুলিতেও।

২৯তম বিশ্ব খেতাব জয় পক্ষজ আডবাণীর

কিউইস্ট পক্ষজ আডবাণী ডব্লিউবিএল বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতে নিজের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক যোগ করলেন।

কিংবদন্তি ভারতীয় কিউইস্ট পক্ষজ আডবাণী ডব্লিউবিএল বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতে নিজের মুকুটে আরও একটি নতুন পালক যোগ করলেন। এটি তাঁর ক্যারিয়ারের ২৯তম বিশ্ব খেতাব। পাঁচ ঘণ্টার ম্যারাথন ফাইনালে ইংল্যান্ডের রবার্ট হলকে ১৯০৬-১২০৬ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন ৪১ বছর বয়সী এই ভারতীয় তারকা। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি। ম্যাচের শুরুতে ইংল্যান্ডের রবার্ট হল দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন। ৩৩১ পয়েন্টের একটি বড় ব্রেক নিয়ে তিনি একসময় ম্যাচের রাশ নিজের হাতে তুলে নেন এবং আডবাণীর চেয়ে তিন শতাধিক পয়েন্টে এগিয়ে যান। ম্যাচ শেষের দুই ঘণ্টারও কম সময়ে যখন আডবাণী ৬৯৭-১০১৪ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। প্রথমে ২১০ পয়েন্টের একটি সাবলীল ব্রেক নিয়ে ব্যবধান একশোতে নামিয়ে আনেন আডবাণী। এর পরই তিনি চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ ৫৮৭ পয়েন্টের এক অবিশ্বাস্য ব্রেক খেলেন। তাঁর এই অনবদ্য পারফরম্যান্সের সামনে রবার্ট হলের আর ম্যাচে ফেরার কোনও সুযোগ ছিল না। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের সৌরভ কোঠারিকে ১১৩৪-৫৭৫ পয়েন্টে এবং সেমিফাইনালে ডেভিড কসিয়ারকে ১৬০৭-১২৭১ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন আডবাণী। এই ঐতিহাসিক জয়ের পর তিনি নভেম্বরের মাঝামাঝি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত হতে চলা আইবিএসএফ বিশ্ব স্ককার চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি শুরু করবেন।

তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও নেই ঈশান

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও খেলেতে পারবেন না ঈশান কিষান। পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। তার মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম বাঁহাতি তারকার। শনিবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় শিবিরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের। সামনে ঠাসা ক্রীড়াসূচি। সেকথা কথা মাথায় রেখে তাঁকে নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় ডান দিকের কুঁচকির পেশিতে টান লাগে ঈশানের। চোট খুব গুরুতর না হলেও সতর্ক ভারতীয় দলের চিকিৎসকেরা। সেই চোটের কারণেই প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং আর্ডারে বদল আনতে হয়েছিল ভারতকে। নিয়মিত তিন নম্বরের বদলে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন ঈশান। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি তিনি। তাঁর জায়গায় খেলে বৈভব সূর্যবংশী। যদিও ৪ রানের বেশি করতে পারেনি ভারতের বিস্ময় তারকা। তবে মাঠের বাইরে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গিয়েছে ২৮ বছরের ক্রিকেটারকে। শনিবার ম্যাচ চলাকালীন বাউন্ডারির ধারে দাঁড়িয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের সই দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভক্তদের সঙ্গে সেলফির আবদার মোটেতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু কবে আবার বাঁহাতি গজে ফিরবেন ঈশান, তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে চাইছেন না ভারতীয় দলের চিকিৎসকেরা। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। ঈশানের পরিবর্ত হিসাবে আগেই কুমার কুশাথের নাম ঘোষণা করেছে নির্বাচক কমিটি। ওপেনারেরা দ্রুত ফিরে গেলে তিন নম্বরে নেমে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ইনিংস সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে ঈশানের।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন মোহনবাগানের প্রাক্তন স্ট্রাইকার আর্মান্দো সাদিকু

পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন আলবেনিয়া জাতীয় দল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রাক্তন তারকা স্ট্রাইকার আর্মান্দো সাদিকু। ৩৫ বছর বয়সে বুটজোড়া তুলে রাখার কথা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ধন্যবাদ ফুটবল!

তোমাকে মিস করব। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলবেনিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সাদিকু।

দেশের জার্সিতে ৩৮টি ম্যাচ খেলে তিনি ১২টি গোল করেন। বিশেষ করে ২০১৬ সালের ইউরো কাপে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর করা ঐতিহাসিক গোলটি আলবেনিয়ার ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দেশটির প্রথম জয় নিশ্চিত করেছিল। ভারতীয় ফুটবলেও নিজের ছাপ রেখে গেছেন এই আলবেনিয়ান



তারকা। ২০২৩-২৪ মরশুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে খেলে তিনি ডুরান্ড কাপ এবং আইএসএল শিল্ড জেতেন। পরবর্তীতে তিনি এফসি গোয়ায় যোগ দিয়ে ২০২৪ সালে বান্দোদকর ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হন। ভারতের এই দুটি ক্লাবের হয়ে সব মিলিয়ে তিনি ২১টি গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করেন। ২০২৫ সালে ভারত ছেড়ে তিনি সুইজারল্যান্ডের

ক্লাব এসি বেলিনজোনায় যোগ দেন। মাঠের ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে সেখানেই নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট সুইস ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে এবার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাবেন সাদিকু। তাঁর অবসরের পর মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকেও সমাজমাধ্যমে তাঁকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

চূড়ান্ত হল আইএফএ নির্বাচনের দিনক্ষণ

ফেডারেশনের নির্দেশ ছিল, ৪ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্য সংস্থাগুলিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সেই কারণেই মনে হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আইএফএ-র নির্বাচন হবে। কিন্তু পুজোর মরশুমে ২৪ অক্টোবর স্পেশাল জেনারেল মিটিং ডেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুজোর আবহে সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলে আগেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল আইএফএ। অবশেষে শনিবার আইএফএ-র বৈঠকে জানা গেল, আগামী ১৪ নভেম্বর রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে। শনিবারের বৈঠকে নতুন সংবিধান গৃহীত হল আইএফএ-তে। সেই সঙ্গে নতুন সংবিধান মেনে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ও নির্বাচনের দিনক্ষণও চূড়ান্ত হল। আগামী ১৪ নভেম্বর

নির্বাচন। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই গঠিত হবে আইএফএ-র নতুন কমিটি। বৈঠক শেষে সচিব অনিবার্ণ দত্ত বলেন, তত্বাক্রমে বৈঠকে সংবিধান গৃহীত হয়েছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী এজিএম ও নির্বাচনের তারিখও সাধারণ সভার অনুমোদন নিয়ে স্থির করা হয়েছে। সেই মতো নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে দেব। ১৪ নভেম্বর নির্বাচন। এর মাধ্যমেই নতুন কমিটি গঠিত হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার কীভাবে হবে জানিয়ে অনিবার্ণ বলেন, তত্বাক্রমে প্রকাশ করব। সেই তালিকা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে তা জানানোর শেষ দিন ৩০ অক্টোবর। ৩১ অক্টোবর থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আপত্তি জমা পড়লে ১ নভেম্বর তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩ নভেম্বর। ৭ নভেম্বর হবে মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি ও গুণান। ৯ নভেম্বর বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১০

নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। ১১ নভেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা। তার পর ১৪ নভেম্বর নির্বাচন। প্রতি বছর আইএফএ নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন শুধুমাত্র গভর্নিং বডির সদস্যরা। কিন্তু স্পোর্টস কোড অনুযায়ী এবার ফেডারেশনের যে সংবিধান তৈরি হয়েছে, তাতে গভর্নিং বডির সদস্য নয়, ভোট দিতে পারবেন আইএফএ অনুমোদিত ৩০৯ ক্লাবের প্রতিনিধিরাই। সঙ্গে গ্লোবাস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি। রেফারিদের প্রতিনিধি। এমনকী ভোট দেবেন কোচদের প্রতিনিধিও। ইতিমধ্যেই আইএফএর সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী, সত্তরোত্তর কেউ অধীনস্থ সংস্থার প্রশাসনিক পদে থাকতে পারবেন না। ভোটে জিতে সভাপতি পদে প্রত্যাবর্তনও আর হবে না তাঁর।

দু'বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পাকিস্তানেই

দু'বছর পর মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাচ্ছে পাকিস্তান। প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে আইসিসি। ২০২৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। তবে পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে যাবে না ভারত। দুই দেশের মধ্যে হাইব্রিড মডেলের চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের ম্যাচগুলি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। যদিও বিকল্প মাঠের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি আইসিসি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হাইব্রিড মডেলের চুক্তি অনুযায়ী, কোনও একটি দেশে

আইসিসি-র প্রতিযোগিতা আয়োজিত হলে অন্য দেশকে নিরপেক্ষ মাঠে খেলেতে হয়। গত বছর পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজিত হলেও ভারতের ম্যাচগুলি হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। একই পথে হেঁটে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতের ম্যাচগুলি দুবাইয়ে আয়োজন করা হতে পারে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের খবর, ভারতের ম্যাচগুলি বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতার বাকি সব ম্যাচ আয়োজন করতে আগ্রহী তারা। নিরপেক্ষ কেন্দ্র হিসাবে আমিরশাহীকেই বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করছেন তিনি। সংবাদ সংস্থাকে ওই সূত্র

জানিয়েছেন, তভারতকে বাদ দিয়ে গ্রুপ পর্ব ও নকআউটের সব ম্যাচ আয়োজন করতে চাই আমরা। নিরপেক্ষ কেন্দ্র হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাকিস্তানের কাছাকাছি হওয়ায় দুবাইয়ে যাতায়াতের খরচও কম হবে। ভারতীয় দল প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বে ওঠার অন্যতম প্রধান দাবিদার। তাই বিশ্বকাপের ফাইনাল কোথায় হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের পারফরম্যান্সের উপর। ভারত নকআউট পর্বে না উঠলে ফাইনাল হওয়ার কথা লাহোরে। অন্যথায় খেতাবি লড়াই হতে পারে দুবাইয়ে।